অমৃতবাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ { ১৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ২ মার্চ্চ ১৮৭১ খৃঃ অব্দ } ৩ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

হাইকোর্টে যাহারা মুক্তিয়ারি করিবেন জেলা কোর্টের ন্যায় তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং ফি দিয়া সনন্দ পত্র লইতে হইবে। তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকট লাগিবেক ও দুই হাজার টাকার জামিন দিতে হইবে।

আমরা শুনিলাম আবদুল লতিফের চব্বিশ পরগণা হইতে বদলি হইবার প্রস্তাব হয় এবং মুসলমানেরা তাহাকে সেখানে রাখিবার নিমিত্ত এক দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাদের দরখাস্তের মুল তাৎপর্য্য এই যে আবদুল লতিফ দ্বারা কলিকাতায় মুসলমান মণ্ডলীর মধ্যে বিস্তর উপকার হইতেছে, তিনি গেলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট হইবে এবং তিনি এখানে থাকায় গবর্ণমেণ্টের মুসলমান দিগের উপর এক ভারি শাসন আছে। যদি শেষ কারণে আবদুল লতিফকে গবর্ণমেণ্টের রাখিতে হয় তবে তাহাকে ঢাকা, চাটিগা প্রভৃতি মুসলমান প্রধান স্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

ফেরার সাহেব সর্প চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক অন্বেষণ ও পরিশ্রম করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার এসম্বন্ধে সমুদয় গবেষণা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হইবে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্যার্থে আট হাজার টাকা দিবেন। বাবু চন্দ্র নাথ কর্ম্মকারের সর্প চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক খানি ভারি উপকারী। ডাক্তার ফেরার অনেক পরিশ্রম, যত্ন, অর্থ ব্যয়, প্রাণী নষ্ট করিয়াছেন বটে কিন্তু চরমে তিনি যাহা বলিয়াছেন আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র বাবু ও পুস্তকাকারে তাহাই প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট ফেরার সাহেবকে আট হাজার টাকা দেন ভারি আহ্লাদের বিষয় কিন্তু চন্দ্র বাবুকেও কিছু পুরস্কার করা কর্ত্তব্য।

ডাকের গাড়ির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখি শুনিলাম সেটী মিথ্যা। কমিসনার সাহেব পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলকে ৫০ টাকা কমাইয়া গাড়ী রাখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন কিন্তু টুইডী সাহেব এক শত টাকা কমানের প্রস্তাব করিতেছেন। চাকদহ হইতে যশোহরে হরকরা দ্বারা ডাক বহন করাইলে দুই শত টাকা খরচ পড়ে এবং তিনি তাহাই দিতে চান কিন্তু ডাকের গাড়ী সাধারণের বিবিধ প্রকার মঙ্গল হইতেছে, টুইডী সাহেব তাহাই না শুনুন হরকরারা ঘণ্টায় ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫ মাইল ডাক বহে, তাহা ও বিস্তর উদ্যোগ ও পরিশ্রম দ্বারা এবং গাড়ী দ্বারা ৭ মাইল হিসাবে উহা চলিতেছে এবং অন্যান্য হিসাব পরিত্যাগ করিলেও গবর্ণমেণ্টের সুদ্ধ ইহার নিমিত্ত অন্ততঃ এক শত টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি টুইডী সাহেব ভারি ক্ষমতাবান লোক তবে তিনি এ ভ্রম করিতেছেন কেন।

আগামী ৪ঠা মার্চ তারিখে এ দেশীয় ৪ জন যুবা বিলাতে যাইবেন। ইহার মধ্যে দেশহিতৈষি ও উৎসাহী বরাহ নগর নিবাসী শশিপদ বাবু এক জন। ইনি সস্ত্রীক যাইতেছেন। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে বোধ হয় ইনিই প্রথমে বিলাত যাইতেছেন। শশিপদ বাবুর স্ত্রী বিলাতে যাইলে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে জানি না। সে যাহা হউক যিনি যখন বিলাতে যান তাহার কর্ত্তব্য যে ইংলণ্ডের দুই একটী প্রধান লোককে ভারতবর্ষের বন্ধু করিয়া আইসেন।

কলিকাতায় সত্বর আর একখানি ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হইবে॥ এখানির মুল্যও এক পয়সা হইতেছে। পত্রিকা খানি ইণ্ডীয়ান পোষ্ট অপেক্ষা আকারে বৃহৎ হইবে, ইহাতেও প্রত্যাহিক টেলিগ্রাম থাকিবে এবং এটী সম্পূর্ণ রূপে বাঙ্গালির তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ইণ্ডীয়ান মিরার ব্রাহ্ম দিগের পত্রিকা উহারা দেশ অপেক্ষা নিজ ধর্ম্মের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন. ইণ্ডীয়ান পোষ্ট শুনিতেছি এক জন ইংরাজ লিখিতেছেন আগুন্তু কাগজ খানি সম্পূর্ণ বাঙ্গালি থাকিবে। যদি ইণ্ডীয়ান পোষ্ট প্রকাশ করা সাহসের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় তবে এপত্রিকা খানি যাহারা বাহির করিবেন তাঁহারা বীর। কিন্তু ইহাদের উদ্যোগ কত দূর কৃতকার্য্য হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইণ্ডীয়ান পোষ্ট ভাল চলুক মন্দ চলুক এক রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে এক্ষণ তাহাকে পরাভব করা কিছু কঠিন কার্য্য হইবে॥ তবে ইহাতে যাহারা বৃতি হইয়াছেন তাঁহাদের ক্ষমতা করিয়া আমাদের বিশেষ আস্থা আছে॥

যশোহরের অতি নিকট সে দিবস পথে একটী ভারি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এক জন জোলা সাত শত টাকা লইয়া এক খানি গাড়ি সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় কাপড় ক্রয় করিতে যাইতেছিল। যশোহরের নিকট পলুয়াটায় রাত্রি বাস করে, পরে অল্প রাত্রি থাকিতে উঠিয়া একটু দূরে আইলে এক জন লোকে মহাজনকে গুরুতর আঘাত করিয়া টাকা কাড়িয়া লয়। যখন মহাজনকে আঘাত করে তখন গাড়োয়ান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই কারণে অনেকে অনুমান করিতেছেন, গাড়োয়ানের যোগে এ কার্য্য হইয়াছে, এবং এক জন লোকে যে দুই জন লোকের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক অর্থ কাড়িয়া লইল এ বড় আশ্চর্য্য। যাহা হউক এরূপ ডাকাইতির কথা আমরা অনেক কাল শুনি নাই। অদ্যাপী কিছু অনুসন্ধান হয় নাই। আমরা বোধ করি বার্টন সাহেব যদি রাজা বরদা কণ্ঠ রায় বাহাদুরের সাহায্য লয়েন তবে অনায়াসে এ ডাকাইতির আস্কারা হইতে পারে। কারণ যেখানে ঘটনা হয় তাহার চতুষ্পার্শে তাঁহারি জমিদারি; তাঁহার নিকট লোকে যত স্বীকার করিবে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলিসের নিকট ভয় ক্রমে তাহা বলিবে না।

আমরা প্রেরিত স্তম্ভে দিনাজপুরস্থ এক জন বিশ্বাসী ও ভদ্র লোকের এক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম। পত্র প্রেরক যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমরা কর্ত্তৃপক্ষীয় গণকে অনুরোধ করি যে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করেন। পত্র প্রেরক ইহার পরে কি হইয়াছে আমাদিগকে অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

অদ্য ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া ডেলি নিউজ সম্পাদক উইলসন সাহেব দেশে চলিলেন। তাহার স্থানে তাহার অংশী পাকার সাহেবকে রাখিয়া চলিলেন। উইলসন সাহেব এই সম্বাদটী যে রূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি যাওন কালীন কিছু প্রত্যাশা করেন। অর্থ না হউক প্রশংসা। অতএব যাহারা তাহাকে প্রশংসা করিতে পারেন তাহাদের তাহার এই দেশে যাওন কালীন প্রার্থনাটী পূর্ণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সিবিল কোর্ট বিল বিধিবদ্ধ হইল। আমরা এমন কথা বলি না যে ষ্টিফিন সাহেব কোন কুঅভিসন্ধী দ্বারা বিচালিত হইয়া এই ভয়ানক আইনটী বিধিবদ্ধ করিলেন কিন্তু ইহা কর্ত্তৃক যে কখন কখন ভারি অনিষ্ট হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে যশোহরের লফোর্ড সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটী উদাহরণ দেখাই॥ সিবিল কোর্ট আমিন গঙ্গাধর বাবুর বিষয়ও আমরা উল্লেখ করি। ইহাকে জজ লফোর্ড প্রথম কর্ম্মচ্যুত করেন। তিনি হাইকোর্টে আপিল করিয়া বহাল হন॥ জজ সাহেব সেদিন যখন যশোহর পরিত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি সিবিল আমিন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে "আদালতের কাজ ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। আমি তিন জন আমিন দ্বারা এ পর্য্যন্ত সমুদয় কাজ চালাইয়াছি অতএব আর একজন আমিন রাখা কর্ত্তব্য কি না তাহা আমার উত্তরাধিকারী জজ স্থির করিবেন।" যশোহরে চারি জন আমিন ছিলেন এবং গঙ্গাধর বাবুর কর্ম্ম যাওয়াবধি তিন জন আমিন থাকেন অতএব জজ সাহেবের ওরূপ লেখার আর যে অভিপ্রায়ই থাকুক আপাতত বোধ হয় যে গঙ্গাধর বাবুকে কর্ম্মচ্যুত করিবার নিমিত্ত তিনি এক রূপ অনুরোধ করিতেছেন।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

তামাকের উপর কর।

ঢাকার বেঙ্গাল টাইমস বলেন তামাকের উপর কর সম্বন্ধে যে সমুদায় লেখা পড়া হইয়াছে তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ও অন্যান্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে মত চাহিয়াছেন। এসম্বাদ সত্য মিথ্যা আমরা জানিনা কিন্তু সত্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে এটী দুঃসম্বাদ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সকল দিকে হাত বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, এইটা বাঁকি আছে সুতরাং হাত বাড়াইতে হইলেই এইটাতেই এখন বাড়াইবার সম্ভব। তামাকের উপর কর বসিলে ইংলণ্ডের বণিক দিকের কিছু ক্ষতি নাই, বরং কিছু লাভ হইবার সম্ভব, এদেশীয় ইংরাজ দিগের কিঞ্চিৎ মাত্র ও ক্ষতি নাই, বাঙ্গালার জমিদারেরা কিছু বিরক্ত করিয়া থাকে তাহাদেরও ইহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই হয়ত কিছু লাভ হইলেও পারে, যে ক্ষতি তাহা অজ্ঞ প্রজা দিগের। ইহাদের বাক শক্তি নাই সুতরাং এইরূপ লোক দিগের প্রতি অত্যাচার করায় কত আরাম! আরাম না হউক কষ্টত নাই। আরামেই বা না কেন, টাকা আসাই আরাম, আর বিনা খিরকিচে টাকা আসা চেয়ে আরাম আর ভূমণ্ডলে কি আছে? তামাকের উপর করের প্রস্তাব অনেক কাল অবধি হইতেছে, কিন্তু কার্য্যে এই করটী বসান বড় কঠিন বলিয়া এপর্য্যন্ত প্রজারা বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন যে এই কর বসান সোজা হইয়াছে তাহা নয়, তবে গবর্ণমেণ্ট যে দিকে হাত বাড়ান তাড়া খান, কেবল এই খানে তাড়া খাইবার সম্ভব নাই,। গবর্ণমেণ্টের এইবার দুইটী সুবিধা হইয়াছে। ইনকম ট্যাকস কে করিয়া লোকের এ রূপ ঘৃণা হইয়াছে যে উহার পরিবর্ত্তে যে কোন করের কথাই উল্লেখ করা যায় লোকে তাহাতেই সম্মত হইবার সম্ভব॥ এখন যদি গবর্ণমেণ্ট বলেন যে ইনকম ট্যাকস উঠাইয়া দিব, তামাকের কর দাও তবে আমাদের দেশে অনেক নির্ব্বোধ আছেন যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন। আর একটী গবর্ণমেণ্টের সহায় আমাদের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর জর্জ্জ ক্যাম্পেল বাহাদুর। ৫৯ সালে ক্যাম্বেল সাহেব এই করের প্রস্তাব করেন ও তাঁহার মিনিটের প্রথম ছত্রেই বলেন যে এই (তামাকের) করের উপর আমি যত দূর নির্ভর করিতে পারি এত আর কোন করের উপর নহে। ক্যাম্বেল সাহেব আপনি যাহা বুঝেন তাহাই, তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়। এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে তিনি প্রাণ পণে সাহায্য করিবেন তাহার প্রতি সন্দেহ কম? এ সমুদায় কারণে আমাদের প্রকৃত কিছু ভয় হইয়াছে। সময় থাকিতে আমাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য॥ তামাকের উপর কর বসিলে আপাতত ইনকম ট্যাকস উঠিয়া যাইতে পারে, কমিবে যে তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের পক্ষে ইনকম ট্যাকস ভাল না তামাকের উপর কর ভাল? যদি তামাকের কর ভাল হয়, তবে যে আর ৪।৫ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট আবার অনটনের যোগাড় করিয়া ইনকম ট্যাকস বসাইবেন না তাহার নিশ্চয় কি? করের নূতন একটী মুখ খুলিলে কি পুরাতনটী বন্ধ হয়, না দুটী মুখ দিয়াই প্রজার রক্ত শোষন করিয়া গবর্ণমেণ্টের উদর পূর্ত্তি করে? এ ভ্রম যেন কখন হয় না যে গবর্ণমেণ্ট তামাকের উপর কর বসাইলেন বলিয়া আর ইনকম ট্যাকস বসাইবেন না। তামাকের উপর কর বসাইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধ হয় তবে আবার দুই হাতে ব্যয় করিতে থাকিবেন, করিয়া আবার বলিবেন ইনকম ট্যাকস ছাড়া আর আমার রাজ্য চালাইতে পারি না। গবর্ণমেণ্টত চির কালই এই রূপ করিয়া আসিতেছেন, সে থানে ৪।৫ বৎসরের নিমিত্ত ইনকম ট্যাকসের হাত হইতে বাচিবার জন্যে, চিরকালের তরে কি নূতন একটী ট্যাকস ঘাড়ে করা উচিত? কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে তামাকের কর ইনকম ট্যাকস চেয়ে ভাল, কাজে কি তাই? তামাক প্রায় লবণের ন্যায় প্রয়োজনীয় অর্থাৎ এদেশের তাবতে এক এক আকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন॥ অধ্যাপক পণ্ডিত গণ হইতে কোণের কুল বধু পর্য্যন্ত ও রাজা হইতে অতি দরিদ্র প্রজা গন পর্য্যন্ত তামাক সকলেই ব্যবহার করেন সেখানে এই তামাকের উপর কর স্থাপন করিলে প্রকারান্তরে এদেশের তাবতের কর দিতে হইবে। ইনকম ট্যাকস আমাদিগের জন কয়েক লোকের দিতে হয়, আর তাবৎ ইংরাজের দিতে হয়। ইনকম ট্যাকসের যত অত্যাচারই হউক তাহা আমাদের দেশের জন কয়েকের ও তাবত ইংরাজের উপর দিয়া যাইবে, আমাদের দেশের চৌদ্দ আনা লোককে স্পর্শ করিবে না, আবার তামাকের কর আমাদের ষোল আনার উপর দিয়া যাইবে ইংরাজ দিগের এক জনকেও স্পর্শ করিবেনা। এখানে কোন ট্যাকসটী ভাল তাহা কি বাছিয়া লইতে আমাদের বিলম্ব হইবে! আপাতত দেশের লোকের তাবতের কর দিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রথমে লোকের উপর কত অত্যাচার হইবে তাহা এক বার অনুভব করিয়া দেখা যাউক লবণ শুল্ক দক্ষিণ দেশে হয় আমরা এক্ষণ কেবল বাঙ্গালার কথা বলিতেছি। এই লবণে জুয়াচুরি না হয় এই নিমিত্ত প্রথম প্রথম কত দোষী নির্দ্দোষী লোক ফাটকে গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। অদ্যাপি তাহার জাগড়ি মিটে নাই। এই যে সহস্র ২ দুর্ভাগা লোকে গবর্ণমেণ্টের আইন ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফাটকে গিয়াছে তাহাদের কথা মনে করিলে এখনো দুঃখ হয় শত কোটী মন লবণ পড়িয়া রহিয়াছে। লবনে যে না যা মূল্য তাহার ৮০০ গুণ মূল্য দিয়া লোকের কিনিতে হয়. ইহা কি লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক করে? এরূপ সামগ্রী অপহরণ করিতে প্রলোভন কত? কিন্তু লবণের কর ইংরাজেরা প্রথমে স্থাপন করেন নাই, মুসলমানেরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সহিয়া সহিয়া আসিছেন। লবণ যেরূপ শুল্ক দক্ষিণ দেশে হয়, তামাক বাঙ্গলার তাবত স্থলে হয়। লবণের কর এদেশীয়েরা বহুকাল হইতে দিয়া আসিতেছে তামাকের কর এই প্রথম বসিবে, সুতরাং চুরি করিয়া কেহ ক্রয় না করে ইহা নিবারণ করিতে প্রথম প্রথম কত অত্যাচার যে হইবে তাহা অনুভবও করা যায় না। যদিবে গবর্ণমেণ্ট ইহা নিবারণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ, আর, যদি পারেন তবে সে কত সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া। আমরা অদ্য আমাদের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলাম। তামাকের উপর কর বসিলে আমাদের কত অনিষ্ট তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম॥ এই বিষয় বিস্তার করিয়া লিখিবার কারণ যে আমাদের দেশে এমন অদূরদর্শী লোক ও আছেন যাহারা ইনকম ট্যাকস উঠাইতে সম্পূর্ণ স্বীকার আছেন। আমাদের আর দুইটী করিতে বাকি রহিল। আমাদের এখন দেখাইতে হইবে যে গবর্ণমেণ্টের এ কর বসান কখন কর্ত্তব্য নয় আর যদি তবু এ কর বসে তবে কিরূপে আমরা এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।

মাঘ মেলা।

জীব কাহাকে বলে, যাঁহারা অন্যকে জীবন দিতে পারে। মাঘ মেলা দেখিলে যে হিন্দুদের জীবন আছে, বোধ হয়। দশ জনে চাঁদা করিয়া একটী কাজে সাহস পূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হওয়া যায়, মাঘ মেলার চাঁদা নাই। এরূপ কার্য্যের ভিত্তি ভূমি সুদৃঢ় নহে। মাঘ মেলাটী সমাপ্ত হইয়া গেলেই চিন্তা হয়, আর বৎসর কি এই রূপ আবার হইবে? যাহারা এবৎসর টাকা দিয়াছে, তাহারা কি আবার টাকা দিবে? যাহারা এবৎসর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া মেলাটী এরূপ সুন্দর করিয়াছে, তাহাদের কি এই যত্ন থাকিবে? আ

বার কি লোকে এই মেলা দেখিতে আসিবে? বাঙ্গালি দিগের অন্যান্য কর্ম দেখিয়া এই চিন্তা গুলি আপনি আসিয়া উদয় হয়। কিন্তু তবু ত মেলা চলিতেছে, তবু ত লোকে টাকা দিতেছে, তবু ত লোকে দেখিতে আসিতেছে তবু ত মেলার ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি। ইহাতেই বোধ হয় হিন্দুরা অদ্যাপী সজীব আছে কারণ তাহারা জীবন দিতে পারে।

কেহ বলেন মেলার দ্বারা উপকার কি, কেহ বলেন মেলা বৎসর বৎসর করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই, মেলা চলিতেছে ও বৎসর বৎসর হইতেছে ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দেশ সমেত লোকের, মেলাতে ও বৎসর বৎসর মেলা করাতে অনুমোদন আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয়েরা যেন মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলেন না। শিল্প বিদ্যা উন্নতির নিমিত্ত মেলা নহে, শারীরিক বল, ও মাংস পেশী সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত। শিল্প বিদ্যা উন্নতি এই সঙ্গে সঙ্গে হয় ভালই। শারীরিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যত দিবস আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিবে তত দিবস আমাদের কোন উন্নতিই কাযের নহে। যত দিবস শারীরিক তেজ থাকে তত দিবস ভরসা থাকে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য আরম্ভ হইলে সে জাতি অচিরাৎ নষ্ট হয়। ব্যায়াম চর্চ্চার প্রথম সোপান নবগোপাল বাবু দেখাইয়াছেন ও তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার এক উত্তেজক মাঘ মেলা তাহাও তাঁহারি যত্নে হইয়াছে, কিন্তু দেশ সমেত সকলে না মিশিলে একা নবগোপাল বাবুর দ্বারা কিছু হইবে না। বাঙ্গালার প্রত্যেক স্কুলে কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হউক, যিনি প্রকৃত দেশ হিতৈষী তাহার ইহাতে ক্ষণ কাল তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। যাহা হউক মেলার উদ্দেশ্য অদ্যাপী সাধিত হয় নাই, হয় নাই যে তাহার কতক দোষ আমাদিগের। যখন শারীরিক বল না থাকা গ্লানি বলিয়া বোধ হইবে, যখন শারীরিক বল থাকা গৌরবের বিষয় হইবে, যখন অন্যান্য গুণ পনার মধ্যে শারীরিক বলও একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া বোধ হইবে তখনি মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এরূপ যে হয় নাই সে মেলার দোষ নয় আমাদের দোষ। এই যে কয়েক বৎসর মেলা হইতেছে ইহার মধ্যে শারীরিক উন্নতিতে কে কে পুরুস্কার পাইয়াছেন তাহার নামও আমরা শুনি নাই। যিনি বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হয়েন তাহার নাম দেশ বিদেশ প্রচার হয়, কিন্তু যিনি শারীরিক বীরত্বে ঐ রূপ প্রাধান্য দেখান তাহার নাম আমরা শুনি না কেন? অবশ্য মন, শরীর অপেক্ষা বড়, মানসিক উৎকর্ষ শারীরিক উৎকর্ষ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়, কিন্তু আমাদের কাজের গতিকে তাহার উলটা হইয়া গিয়াছে। যিনি বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হয়েন, তাঁহার প্রশংসা ছাড়া অন্যান্য লাভ আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাঙ্গালির অঙ্গের জড়তা ভাঙ্গিয়া অশেষ পরিশ্রম করিয়া শারীরিক উন্নতি করিতেছে, তাহাকে আমরা আপাতত কিছু লাভ দেখাইতে পারিতেছি না। অতএব এরূপ ব্যক্তির কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ, আমাদিগের তাহাকে শত শত সাধুবাদ করা ও তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাহারা এই ব্যায়াম চর্চ্চায় কৃত কার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাহাদের নাম প্রকাশিত হউক, তাহাদের মধ্যে শ্রেণী বিলি হউক, সমাজে ও সংবাদ পত্রে, কে ভাল কে মন্দ ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হউক, তাহাদিগের নামে কবিতা বান্ধা হউক, তাহাদিগকে সাধুবাদ করা হউক এই রূপ কিছু কাল করিতে থাকিলে, শারীরিক বল যখন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিবে, ও তখন মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমরা ভরসা করি ন্যাসনাল পেপার যাঁহারা যাঁহারা এবার ব্যায়াম চর্চ্চায় সুখ্যাতি পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম শ্রেণী করিয়া প্রকাশ করিবেন।

Our New Ruler—Mr Campbell takes charge today of a large country, as large as France and as thickly peopled, inhabited by a people whom Dr Mouat styles the most advanced nation of the East. Bengal is fortunate in its Lieutenant Governors, and tho' Sir F Halliday was deservedly unpopular, he ruled at a time when the Anglo-Indians generally had crude ideas of the duties of a Governor. Bengal was then inuundated by a race of cruel and unscrupulous Indigo Planters who by their wealth, influence, connections and energy carried every thing before them. The Ryots trodden down, Zemindars humbled, Magistrates purchased and intimidated, Bengal was then virtually ruled by the Indigo Planters. Mr Halliday had either no power or no desire to resist the torrent and he sacrificed the undoubted ability that he possessed at the feet of the blue Devils. It was Mr Eden, may he enjoy a long and prosperous life, who first tried to assert his independance, but he was snubbed. Then came Mr Grant as a messia to save Bengal and he saved it. The Indigo Planters were over thrown, the Ryots emancipated, the magistrates freed from their nightmare, and Bengal for the first time saw a blooming future awaiting her. She learnt the value of unity, of political agitation and she has all along availed herself of the experience she gained in her struggles of '61. She is now almost a free country, inhabited by a people hankering after freedom, and Mr Campbell will find that his movements will be watched with the eyes of a ferret. If he mistakes Bengal for the Central Provinces where he so ably ruled, he will very soon find his mistake. If he sets at nought the wishes of the people he has come to rule, his movements will be thwarted by every possible means, he will find no peace, and he will meet with a degree of opposition which will soon tire his patience out. But if he takes the people along with him, which we hope he will do, with the ability with which God Almighty has endowed him he will prove the ablest Governor that India ever has had. Mr Campbell is a conscientious man like Mr Grey, but abler in every respect and tho' we may apprehend some mishief from his impulsive nature we have every reason to expect a great deal of good from the same cause. It is said he liked not the Bengallees, but he must change his feeling now. The 40 millions of Bengal shall look up to him for protection, support and progress, and will he in return give them a stone? The sense of owness creates love and affection and the Bengalles are now his own people. But while we hope that our new Leutenant Governor will look with the eyes of affection at the people entrusted to his care, we must strive to deserve his good opinion. If we may judge of our New Ruler from what we have known of his brother the Presidency Commissioner, we can expect the brightest future for our country.

Mr. Broadley's Lecture—The admirable lecture of Mr. Broadley delivered at the Barranagore Social Improvement Society, a copy which has been kindly sent to us, contains many wise hints. Today we shall make a single extract and it will no doubt appear to our readers that Mr Broadley has fully confirmed our views on the subject. How often have we said that Act X has ruined the Ryots, impoverished the Zemindars and destroyed that feeling of amity which existed between the two parties. Mr Broadley says,—

Alas! I blieve if the parties immediately concernd were consulted on the subject, they would say that Act X. was doing as much harm to the ryots of Bengal as any piece of legislation, however ill-planned, could possibly do. Every dispute th

landlord and the tenant *must* be settled through the intervention of the Court. However disastrous the season bad the crop, however unable the ryot may be to meet the demand, the zemindar, in fear of his rights being barred by limitation, he must sue for enhancement of rent, or for the ejectment of his unfortunate tenant. Before Act X. became the law of the land, no one heard of mutual concessions, of settlements made by amicable agreements, of enhancement postponed till better times, of a kindly feeling between the landlord and tenant. Why does one scarcely never hear of these things now? The answer is plain. The law has placed the zemindar in a position antagonistic to the ryot, and kindled feelings of mistrust instead of mutual good-will. To all this it is answered the zemindars used to take rent by force, the ryots were tortured, beaten, and ill-treated, hence humanity compelled the legislature to interfere, and force on both parties a judicial settlement of all differences. There may be some truth in all these allegatons, or they may be wholly without foundation, but when we consider how intimately the well-being of the zemindar is connected with, and dependent on, the prosperity of the ryots I do not think any organized system of tyranny, could have ever been sucessfully practised. A simpler law, avoiding recourse to legal proceedings as much as possible, and leaving nearly everything to private arbitration and settlement, would have been more acceptable to both parties, and more productive of public happiness"

Government patted on the backs of the Ryots, incited them to rebel against the authouty of the Zemindars & the Ryots cheerfully obeyed. But when the enraged and insulted Zemindars fell upon the Ryots, Government precipitately fled and left the poor fellows to make their own bargain. By this warfare, a warfare which has ruined the Ryots and inpoverished some of the zemindars, Government and the lawyers have reaped a rich harvest. We know of a zemindar who spent some lacs of Rupees to enhance the rents of his Ryots, and succeeded to increase his revenue by 40 thousand Rs, but in paper. The Ryots could never pay him. These some lacs of the zemindar, plus half the amount spent by the Ryots to save themselves from enhancement, have been shared amongst themselves by Government the Pleaders, and Muktiars, Government of course taking the largest share.

Joudppore Raja's Case—The Rajah of Joudpore has at last succeeded in creating a sympathy for him, not only here but in England also. The Asiatic strongly condemned the measures adopted by Lord Mayo to punish a foolish but not refractory or disloyal Prince, and the writer in the English journal has been approvingly quoted by a great many of the Indian Press. To call the Rajpoot Prince foolish, because he thought his honor was at stake, is going too far. Every nation has its hobby and we ought to look at each others failings with indulgence. To take one's life in a duel for honor's sake is not only foolish but more horrible than sutteeism, but yet gentlemen, educated men, pious men in Europe have all along supported it directly and indirectly. A Rajpoot has the very higest sense of honor. His motto is "Sacrifice life for honor" He is ready to sacrifice every thing to his idol and what would not a spirited chief of such a nation do when his honor was it stake? Perhaps he was prepared to humble to the dust before Lord Mayo, but to be disgraced before his rival, that was too much for a Rajpoot Prince. If Lord Mayo had taken all these into his consideration he might have known, that he had thrown the Prince into a great dilemma to free himself from which he would have willingly ceded half his territory or given up one of his children to be murdered. Indeed it is very strange that the Rajpoot Prince did not blow his brains out, which shows that the nation has degenerated or improved call what you will, for a Rajpoot of the 19th or 18th century would never outlive such a disgrace. But while we are finding excuses for the Prince we have no mind to be unjust to Lord Mayo, who was himself placed by no great fault of his in a most trying position. He was a quite stranger to India and India was a quite stranger to him. He came here to rule a people he knew not, neither did he take any great exertion to cultivate their acquaintace. He never mixed with them and passed the greater part of his time in Simla, surrounded by his councillors, who were his Lordships five organs of sense thro' which he learnt what transpired in the outer world. He knew not the peculiarity of a Rajpoot's character, and he saw nothing but contumacy in the Prince's act. To pass over with such an act without notice would have been magnanimous, but he was afraid lest the people mistook his magnanimity for incapacity, and punishment was the only course that was according to his judgement left to him. He punished and tho' the people regretted the occurrence yet they had nothing to say against him. But he lost his temper, and forgot himself, he punished but his punishment was severe, for if Lord Mayo did not understand it the people at once understood that there was no intention of disloyalty or contumacy, but the course the Prince adopted to urge his plea was foolish and unjustifiable. Thus the people sympathized with him. He is a Hindoo Prince of a most ancient family, a Hindu population is naturally disposed to look with indulgence at the failings of such men, no wonder then that people should deeply sympathize with him and when he is thought to have been punished if not actually unjustly but much more than he deserved. It is said that Lord Mayo had proposed a permanent punishment in the way of reducing the number of his salutes, and that the Secretary of State has agreed to it. It is this resolution of Government that we protest against. The native Princes are so many bulwarks to British power. As long as British power remains paramount in India they are secure, and it is their interest to support the British Government with all their might. This was exemplified during the time of the Sepoy war, while the soldiery mutinied the cheifs remained loyal, but this Lord Lawrence knew and Lord Mayo has heard. Lord Lawrence treated then accordingly. So the Zemindars of the Lower Provinces lead the people of Bengal and indirectly that of whole India, and the zemindars for their very existence as zemindars must support the British Government. To attach such people to a foreign yoke, no great sacrifice is necessary but simply to leave them alone. What must then we think of the foresight and good sense of Rulers who force such people to disperation? Can it be expected that a proud Rajpoot chief will yet remain deeply grateful to a government which has taken from him what he values above all other things—honour. The British Government may no doubt laugh at the anger of a petty prince like that of Joudhpore, but it ought not to show horns always, when it is so conscious of its own strength.

আ[illegible]ক বজেট।

কল্য পরশ্ব টেম্পল সাহেব তাঁহার বজেট উপস্থিত করিবেন। তিনি গতবৎসর যখন ৩৷০ হারে টাকস নির্দ্ধার্য্য করেন তখন প্রকৃত দেশের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অত্যাচার হউক এক রূপ নির্ব্বিঘ্নে এই উচ্চ হারে ট্যাকস সংগৃহিত হইয়াছে। এবৎসর অ্যাসেসরেরা পূর্ব্ব বৎ-

অপেক্ষা সহস্রগুণ সংকর্তার সঙ্গে কাজ নির্বাহ করিয়াছেন এবং যে দুটী একটী অত্যাচার হইয়াছে তাহার দোষের ভাগ শুদ্ধ অ্যাসেসরগণ নয়। যে সমুদয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরা অ্যাসেসরী ভার পাইয়াছেন তাহাদের কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত অল্প অত্যাচার হইয়াছে। ইহারা চাকুরির অনুরোধে অধিক ট্যাকস সংগ্রহ পক্ষে তেমন নির্দ্দয়তা করেন নাই। এ ট্যাকসটী লোকের তত প্রীতিকর নয়। কিন্তু প্রকৃত ইহা দ্বারা লোকের প্রতি তত অত্যাচার হয় নাই। সুতরাং এ ট্যাকসটী যে একবারে উঠিয়া যাইবে আমরা সেরূপ বিশ্বাস করিনা॥ দেশের আয় বৎসর বৃদ্ধি করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কৌশল। পরাধীন রাজ্যে অধিক আয় রাখিতে দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির বিষয় নহে এবং ইংলণ্ডকে পোষণ করিবার এক মাত্র উপায় এদেশের আয় বৃদ্ধি করা, সুতরাং টেম্পেল সাহেব দেশের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এ প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি ভূমি করিয়া এবৎসরের আয় ব্যয় সম্বন্ধে গণনা আরম্ভ করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি তাহার পর দেখিবেন যে উহা কোন উপায় দ্বারা সুন্দর রূপে সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। দেশের সমুদয় লোককে স্পর্শ করে অথচ অবস্থা বিশেষে কর লোকের পর পড়িতে হয় এরূপ কোন একটা উপায় বাহির করা সম্ভবতঃ তাহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইবে। তিনি তত নির্ব্বোধ নন যে আমাকের কর প্রভৃতি ভয়ানক অনিষ্টকারী ট্যাকস দ্বারা নিষ্পীড়ন করিবেন। তাঁহার ইনকম ট্যাকস প্রচলিত রাখিতে হইবে নয় লবণের ও পাটের প্রভৃতির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। পাটের শুল্ক বসাইতে তত সাহস হইবে না। এই বাণিজ্যটী এক্ষণ কেবল নূতন উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতি আঘাত করিলে পাছে সমূলে বিনাশ করেন তিনি এই রূপ বিবেচনা করিতে পারেন। লবণের শুল্ক বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। ইহা যে রূপ সকল শ্রেণীর লোককে স্পর্শ করিবে এরূপ আর কিছুতেই করিবে না। লোকের এ করটি বহন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইবে না, কিন্তু উহার মূলে একটী ভারি দোষ আছে। এদেশের যে শ্রেণীর অবস্থা অধম তাহারা অধিক লবণ ব্যয় করে, সুতরাং উহাও অবস্থানুসারে ট্যাকস না হইয়া প্রত্যুত তাহার বিপরিত হইবে। ইনকম ট্যাকসের দোষের মধ্যে উহা সকল শ্রেণীকে স্পর্শ করে না। ইংরাজ রাজ শাসনের মঙ্গল সকলেই সমান রূপে ভোগ করে এমত স্থলে কোন শ্রেণী কর দিবে এবং কেহ দিবে না এটী করিলে নিতান্ত অন্যায় হয়। সুতরাং ইনকম ট্যাকস তিনি তত সাহস পূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। টেম্পল সাহেব যদি প্রকৃত এত সুক্ষ্ম রূপে দেখেন তবে আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি ভারি বিপদে পড়িবেন কিন্তু তাহার প্রথম প্রতিজ্ঞার আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে, ইহার মধ্যে আর দুইটী উদ্দেশ্য আছে। এদেশের অধিক আয়ে ইংলণ্ড প্রতিপালিত হন। তিনি যদি আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিতে প্রবর্ত্ত হন তবে তাহার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। যাহার যেমন আয় তাহার তেমনি ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এবং টেম্পল সাহেব যদি এই নিয়ম দ্বারা, দেশে সহজে যে আয় হইতে পারে সেই অনুসারে ব্যয়ের বন্দবস্ত করেন তবে দেশের পক্ষে আর কষ্ট কি। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। ইংরাজ রাজ শাসনের কৌশল সেটী নয়॥ ব্যয় বৃদ্ধি করিলে আয়ের বৃদ্ধি হয়॥ তাহারা আয় ব্যবহারে এক সূত্র দ্বারা কাজ করেন সুতরাং এ দেশে কোন এক রূপ ট্যাকস বসিবে। এবং টেম্পল সাহেব সম্ভবতঃ ইনকম ট্যাকস রাখিবেন। লবণে শুল্ক বসাইলে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, দেশের অর্থ শোষণ হইতে পারে কিন্তু ইহাতে নিম্ন শ্রেণীর অর্থ নিঃশেষ করিবে, উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ কোন ক্ষতি হইবেনা। ইহা না হইবার আর একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। ইংলণ্ড হইতে এদেশে বিস্তর দ্রব্যের আমদানি হয়, এই দ্রব্যের শুল্ক বসিলে সেখানকার বণিক দিগের বিস্তর ক্ষতি। ইহাদিগকে অসন্তোষ করিয়া পণ্য দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করিবার সাহস থাকিলে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ইনকম ট্যাকস করিতে পারিতেন না। লবণের আমদানি এ দেশে লিবর পুল হইতে হইয়া থাকে। উহার শুল্ক বৃদ্ধি করিলে গবর্ণমেণ্ট যে ভয় করেন সেই ইংলণ্ড বাসীগণের বিরাগ ভাজন হইবেন এবং ইহাতে বোধ হয় লবণের শুল্ক বৃদ্ধি হইবেনা। কম যাহারা লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করার কথা বলেন তাহাদের এটা দেখা কর্ত্তব্য যে ইহাতে নিম্ন শ্রেণীর উপর ঘোর অত্যাচার হইবে। ইংরাজ মাত্র লবণ কম আহার করেন। তাহাদের পরিবার প্রায় আপনাকে এবং কোথায় বা আপনাকে ও স্ত্রীকে লইয়া ও দুই এক স্থলে দু এক জন আত্মীয় পরিবার বাস করেন॥ সুতরাং ইহাদের প্রত্যহ কতটুক ব্যয় পড়িবে? আমাদের বিবেচনায় যাহারা লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করার কথা বলেন তাহারা হয়, প্রজার বিপক্ষ নয় উচ্চ শ্রেণীর সপক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি।

৫ই ফাল্গুন তারিখের পত্রিকায় মির ওবেদুল্লা সেখের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকারের স্থানে ৭৮ সাল না হইয়া ৭৭ সাল হইবে।

বাবু জনার্দ্দন মিত্র, ঝিনেদহ, যশোহর, ৭৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৭

বাবু শশি ভূষণ দত্ত দাম্দর ৭৬ সালের চৈত্র ৩

বাবু দুর্গা নারায়ণ চৌধুরী, নড়াইল, যশোহর ১

বাবু হারাণ চন্দ্র বসু, খন্দেশ, ৭৮ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত ৮

বাবু যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য কালনা .... ১॥০

বাবু বরদা প্রসাদ মৌস্তফী, নাদীয়া, ৭০ সালের আষাড় ৮

উত্তর পাড়া পাবলিক লাইব্রারি ৭৮ সালের আশ্বিনের দুই সপ্তাহ ৮

বাবু নবীন চন্দ্র বসু কলিকাতা ৭৭ সালের মাঘের শেষ পর্য্যন্ত.... .... ৮

বাবু নারায়ণ দাস ঘোষ, খিদিরপুর ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু অক্ষয়চন্দ্র দত্ত চৌবেড়ে ৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত..... .... ৮

বাবু রাখাল চন্দ্র রায়, লাকুটীয়া বরিশাল, হিসাব শোধ ১০

বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষ হুগলি, ৭৭ সালের মাঘ পর্য্যন্ত ৯

বাবু রামলাল রায়, ভুলুর নোয়াখালি ৭৮ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু অতুল চন্দ্র সেন, শ্রীঘর, ৭৭ সালের মাঘের শেষ পর্য্যন্ত ৮

বাবু ক্ষেত্র চন্দ্র বসু সেক্রেটারি রিডিংক্লব কাইসর বাগ লক্ষ্ণৌ, ৭৮ সালের শ্রাবণ .... ৪॥০

সংবাদ।

—ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অবগত হইয়াছেন যে প্রেসিডেন্সী কালেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সঞ্জাবর সাহেব ছুটী লওয়ায় ঐ কালেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক টনি সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন॥ যত দিন অন্য কোন বন্দবস্ত না হইতেছে তত দিন টনি তাহার নিজের ও সঞ্জাবর সাহেবের কাজ করিবেন।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাঁকুড়ার কালেকটর ও মাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেবকে সসপেণ্ড করিয়াছেন। রেবিনিউ বোর্ডে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি রিপোর্ট দাখিল করিতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দেন। এই আজ্ঞা অমান্য করাতেই তিনি সসপেণ্ড হইয়াছেন। এই বার দিয়া তিনি দুইবার সসপেণ্ড হইলেন।

—এক জন ভদ্র লোক সর্প বিষ সম্বন্ধে এক খানি পত্র এই রূপ লিখিয়াছেন॥ তিনি বলেন তাহার মনে অনেক দিন এরূপ বিশ্বাস ছিল যে বিষাক্ত জন্তু এবং কীটের শরীরের মধ্যে কোন স্থানে সেই বিষের ঔষধ আছে॥ তিনি এক দিন দুটা মাকড়সাকে জড় জড়ী করিয়া উভয় উভয়েরই পদ ভাঙ্গিতে দেখিলেন॥ কিন্তু শেষে তিনি দেখিলেন ঐ দুইটির মধ্যে যেটী বলবান সেইটী জিতল॥ তিনি বুঝিতে পারিলেন যেটী হারিয়া গিয়াছে সেটী অপরটীর বিষের জন্য দমন হয় নাই বলের অনোই হইয়াছে। আর এক সময়ে সেই উপরোক্ত জাতীয় একটা মাকড়সা এবং ছয় ইঞ্চ লম্বা একটী গিরগিটী কে এক কাচের পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দেন॥ প্রায় এক মিনিটের মধ্যে মাকড়সা গিরগিটীটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে॥ এখানে বিষেতে তাহার মৃত্যু হয়॥ তদ্ব্যতীত আমরা সচরাচর মৌমাছি বোলতাকে মারিতে দেখি॥ নিগ্রোরা বিছা এবং কেন্নোর কামড় মদ দ্বারা আরোগ্য করে। প্রথমতঃ মদ মাধ্য কিছু দিন কেন্নো বা বিছা ভিজাইয়া রাখিতে হয় তদপরে ঐ মদ ক্ষত স্থানে প্রলেপন করিতে হয়। এই বিষয়ের তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে তিনি একদা জাহাজে উঠিয়া ও আমিরিকায় যাত্রা করেন॥ এক দিন অল্প রাত্রি থাকিতে তিনি উঠিয়া দেখেন তাহার বক্ষস্থলে কোন স্থানে বেদনা হইয়াছে, বোধ হইল যেন কিসেতে হুল বিদ্ধাইয়া দি[illegible] কি সে কামড়াইয়াছে ভাবিয়া আলো লইয়া চারি[illegible] দেখিয়া কিছু না পাইয়া যেখানে কামড়াইয়াছে[illegible]

সে মদ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কিছুই প্রতিকার হইল না বরং ক্রমেই বেদনা বাড়িতে লাগিল ও ফুলিয়া উঠিল। তদপরে ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিলেন তাহাতেও কিছু হইল না। তাহার এক জন নিগ্রো ভৃত্য ছিল তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল কেমনে কামড়িয়াছে। সে বলিল যদি আমি এরূপ খানিক স্পীরিট মদ্য পাই যাহাতে কতক দিন কেন্নু রাখা হইয়াছে তাহা হইলে আমি সত্বর আরাম করিতে পারি। দৈব ক্রমে তাঁহার এক জন কর্ম্মচারি একটি কেন্নু ধরিয়া তাহার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে মদের মধ্যে রাখিয়াছিল। তিনি ঐ মদ আনয়ন করিলে তাহার ভৃত্য তাহা লইয়া তাহার কক্ষ স্থলে ঢালিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিতে লাগিল। মর্দ্দন করিবা মাত্র তাহার সমুদয় কষ্ট একেবারে সারিয়া গেল।"

—"সম্প্রতি দুই জন সৈনিক আফিসর দমদম হইতে বারাসতের নিকটস্থ এক পল্লী গ্রামে মৃগয় করিতে গমন করেন। এক জন কৃষক বালক মৃত পক্ষি কুড়াইয়া দিতেছিল। ইতি মধ্যে এক জন আফিসরের বন্দুকের গুলি তাহার গাত্রে লাগে। বারাসতের পুলিস ইনস্পেকটর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন, কিন্তু সহজে তাহাদিগকে আনয়ন করিতে পারেন নাই। উপবিভাগীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তিন ক্রোশ দূরে তাঁবুতে ছিলেন, তথায় যাইতে বলাতে আফিসরেরা বলিলেন, পৃথিবীর পুলিস একত্রিত হইলেও তাঁহারা তথায় গমন করিবেন না। ইনস্পেকটর ইহাতে তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে আনিলেন। এক জন বলিলেন, তিনি পক্ষী ভ্রমে বালককে গুলি করিয়াছেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট জামীন চাহিবাতে দ্বিতীয় আফিসর জামীন হইলেন, কিন্তু জামীন পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ইহারা ভাবিয়াছিলেন, এতদ্দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কাজ লইবেন, কিন্তু উমা চরণ বাবু সে প্রকার লোক নহেন, তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিলেন, জামীন পত্রে স্বাক্ষর না করিলে তিনি অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ হাজতে দিবেন। সাহেবরা তৎপরে আইনের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন। এরূপ ব্যবহার কত দিন থাকিবে?"

—"সোম প্রকাশ বলেন ডেলিনিউসের সুযোগ্য সম্পাদক জেমস উইলসন সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি এক বার ইংলণ্ডে গমন করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন। সংবাদ পত্রের ভার পার্কার সাহেবের হস্তে রহিল। উইলসন সাহেব যে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অধিকাংশ পণ্ডশ্রম হইয়াছে। তিনি যে দেশে আছেন, সেই দেশ বাসিগণকে নিরন্তর গালি দিয়া আসিয়াছেন।'

—ডেলি নিউজ বলেন ভারতবর্ষের পোষ্টাফিশের ডাইরেকটর জেনারেল ডভ সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা পেন্সন দিতে মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পাঁচ হাজার টাকার বেশি দিতে ইচ্ছুক এবং তজ্জন্য এ বিষয় সেক্রেটরী অব ষ্টেটের নিকট লিখিয়াছে।

—২৭ ফেব্রুয়ারি পাতিয়ালার মহারাজা, গোলাম মহম্মদ এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—ডেলি নিউজ বলেন, প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল বাজারের জন্য গবর্ণমেনট ৪॥০ হারে ছয় লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই টাকা আবার পনর বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

—বুধবারে কলিকাতার ট্রেণীং আকাডেমির সাহেবেরা লেফটেনেনট গবর্ণরকে নিমন্ত্রণ করেন এই উপলক্ষে তথায় অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হয়েছেন। ভিন্ন ২ শ্রেণী তাহাকে দেখাইয়া ছাত্র দিগের ব্যায়াম চর্চ্চা দেখান হইল। তিনি দেখিয়া যৎপর নাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের কৃত নানা প্রকার কাজ, উৎকৃষ্ট ছবি প্রভৃতি দর্শন করান হইল। উপস্থিত দর্শক গণকে কনসার্ট বাজাইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করান হইতে ছিল। তার পরে লেফটেনেট গবর্ণর সাহেব বলিলেন "যে তিনি সকল বিষয় দেখিয়া নিরতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন। এবং ইতি পূর্ব্বে এ বিদ্যালয় দেখিতে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্যায়াম চর্চ্চা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন বাঙ্গালি যুবকেরা মানসিক বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি জানেন এক্ষণ তাহারা অন্যান্য বিষয়েও ইংরাজদের সমতুল্য হইতে যত্নবান হইয়াছে। বাবু ঠাকুর দাস চক্রবর্ত্তী এবং ট্রেণীং একাডেমিস্থ অন্যান্য ভদ্র লোক দিগকে গ্রে সাহেব সাধুবাদ করিলেন। স্ত্রীলোক দিগের প্রস্তুত দ্রব্য বিবিধ এবং নানা বিষয়ে দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং বালকদিগের ব্যায়াম চর্চ্চা দেখিয়া এত দূর সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি তাহাদিগকে কে শিক্ষা দিয়াছে তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলেন। বাবু নব গোপাল মিত্র ইহার আদি স্থাপন কর্ত্তা শুনিয়া তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বাবু সারদা চরণ মিত্র কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রেম চাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ বলেন, কলিকাতায় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন হইতে এ যাবতের মধ্যে তিনিই কেবল প্রথম এক বৎসরের মধ্যে বি এ এম এ দুটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সটক্লিফ সাহেব তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন।

এরূপ একটী গুজব উঠিয়াছে যে সেক্রেটরী অব ষ্টেট প্রচার করিয়া দিয়াছেন, দেশীয় ভদ্র লোকেরা এতদ্দেশীয় সৈন্য দলে কর্ম্মচারি স্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারিবেন। তাহার মনে বিশ্বাস যে ক্ষমতাপন্ন ও বলশালী লোকদের সন্তান এরূপ নিযুক্ত করাতে বিস্তর উপকার হইতে পারে।

পূর্ব্বকার বোম্বে স্মল কজ কোর্টের জজ মোরোবা কেন না জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক জন বিধবাকে বিবাহ করেন। তাহার নব বিবাহিত ঐ বিধবা স্ত্রী জলে ডুবিয়া স্বামীর সহিত সহ মরণ গিয়াছেন। ইন্দু প্রকাশ বলেন, সামাজিক অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ।

—বোম্বাইয়ে ডাইরেকটর অবপাবলিক ইনেস্ট্রকশান সম্বাদ দিয়াছেন ১৮৭১ সালে মে জুন, জুলাই মাসে ইংলণ্ডে হোয়াইটওয়ার্থ বৃত্তির পরীক্ষা হইবে। বৃত্তী বৎসর দশ হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর পাওয়া যাইবে। ব্রীটিশ রাজ্যস্থ সকলেই এ পরীক্ষা দিতে পারেন। এ সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সম্বাদ গুলা সিবিল ইনজিনিয়ারিং কালেজের প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। আনন্দ মোহন বসু কেন পরীক্ষা দিউন না! পরীক্ষা হইবে মে মাসে আমরা সম্বাদ পাইলাম, মার্চ মাসে।

—জয়পূরের মহারাজা গবর্ণর জেনারেলের লেজিসলেটিব কৌন্সিলে তাহার আসন পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন।

—বিগত বুধবারে গ্রে সাহেব কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান এদেশীয় ভদ্র সমুহকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং নূতন লেফটনেট গবর্ণরের সহিত তাহাদিগকে পরিচয় করাইয়া দেন। গ্রে এবং ক্যাম্পেল সাহেব উভয়েই উপস্থিত লোক দিগের নিকট অত্যন্ত ভদ্রতা করিয়াছিলেন।

—ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সায়ান্স সাহেব দর্শন শাস্ত্রীয় মিউজিয়ামের পোষকতার জন্য চারি শত টাকা দান করিয়াছেন।

বিবিধ।

সে দিবস সদানন্দ গোস্বামীর বাটী হইতে এক খানি আশ্চর্য্য কাশী দাসী মহাভারত পুথি বাহির হইয়াছে। আমাদের দেশের ছাপান মহাভারত হইতে ইহাতে অনেক চরণ বেশী আছে। এই পুথি খানি অতি প্রাচীন বোধ হইল, এমন কি কাশী দাস যখন প্রথম অনুবাদ করেন, বোধ হয় তখনকার নকল করা। ইহাতেই বোধ হয় এ চরণ গুলি আধুনিক নয়। সে যাহা হউক আমরা নূতন২ চরণ হইতে বাছিয়া২ অল্প কিছু প্রকাশ করিলাম। পাঠক দেখিয়া অবাক হইবেন। শান্তি পর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন। ভীষ্ম যম পুরি বর্ণনা করেন:—

যুধিষ্ঠীর বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুর করিলা ব্যাখ্যান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভিষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে যায় লয়ে যমের কিঙ্কর॥
উর্দ্ধ বাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর॥

ইহার পরে অনেক পাপের ও দুর্গতির বর্ণনা করিয়া পরে রাজনৈতিক পাপ ও তাহার ফল এই রূপ বলিতেছেন:—

ভীষ্ম বলেন যুধিষ্ঠির কর অবধান।
রাজনৈতিক পাপের এখন করিব ব্যাখ্যান।
প্রজা পুত্র, রাজা পিতা এইসে বিচার।
প্রজা দুঃখ দিলে পাপের নাহিক নিস্তার॥
যে সচীব কর লয়ে প্রজা দুঃখ দেয়।
তাহার দুঃখের কথা কহনে না যায়॥
অল্প অল্প কর লতে শাস্ত্রে নাহি মানা।
দুঃখ দিয়া কর নিলে তাহারি যাতনা॥
কহি শুন নরপতি তার দণ্ড কথা।
মরিলে চণ্ডাল হবে নাহিক অন্যথা॥
চণ্ডাল হয়ে যখন পক্ষী মারিবারে যাবে।
পক্ষীগণ তারে দেখি তখনি পলাবে॥
ক্ষুধায় কাতর হয়ে করি খাকা খাকা।
মরিবে সে অনশনে করি টেকস টেকস॥

এখানে এই টেকস শব্দটী কিরূপে আইল আমরা বলিতে পারি না। কাশী দাস যখন মহাভারত লিখেন তখন এই ইংরেজী শব্দ এদেশে প্রচলিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ খাকা খাকা ও টাকস টাকস পদ মিলেনা। আমরা চক্ষে চসমা দিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক এই পুঁথির ঐ স্থানটী দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল চারিটী আখর কাটিয়া উপরে টেকস২ লেখা রহিয়াছে। বোধ হয় "টাকা টাকা" ছিল কোন রহস্য প্রিয় যুবক উহা কাটিয়া টেকস২ করিয়া থুইয়াছে। সে যাহা হউক পরে আরো রহস্য দেখুন।

ভীষ্ম বলেন ধর্ম্ম রায় মন দিয়া শুন।
প্রজায় না দিবে দুঃখ রাজা কদাচন॥
দুঃখ পেয়ে প্রজা যদি আর্ত্তনাদ করে।
তখনি সে রাজায় কোপ হয় মহেশ্বরে॥
প্রজায় শান্ত করিলে সে শান্ত হন তিনি।

র কথা না শুনিলে পরমাদ গুণি ॥
যেই হত ভাগ্য শুনিয়া রোদন।
রিয়া প্রজা গণের দুঃখ বিমোচন ॥
স্তা করিয়া প্রজার মুখ বন্দ করে।
ভয় প্রজা গণ কান্দিতে না পারে ॥
ার দণ্ডের কথা কতে লাগে ভয়।
মাত্র সেই ব্যক্তি খেক শিয়াল হয় ॥
ন্তরে সপ্ত জন্ম,সজুনার গাছ।
রূপে সাত জন্ম হয় ভ্যাদা মাচ ॥
ন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীন জাতি।
রূপে ভ্রমে সে পুনঃ নৃপতি ॥

কিন্তু অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বকালে জনে চাঁন্দা করিয়া কোন শুভানুষ্ঠান করিতেন হা নিচের পদ পড়িলে নিশ্চিত জানা যাইবেঃ—

ত কব পাপির দুর্গতি মহারাজ।
জনে চাঁদা করি যদ করে কাজ।
না করি বিদ্যালয়, কি চিকিৎসালয়।
পন করয়ে যদি দশ মহাশয় ॥
রো দা নাহি দিলে বড়ই দুর্গতি।
পর কালে তাহার হইবেক শাস্তি ॥
র পুত্র কুক্কুট নিশ্চয় খাইবে।
ত্র বধু ম্লেচ্ছ ভাষা নিশ্চয় শিখিবে।
বেঞ্চেন নাহি দিবে দেখি গুরু জন।
ইচ্ছায় যথা তথা করিবে গমন ॥

সত্যাতেন ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীন কালে সম্বাদ ত্রের প্রচলন ছিল তাহাতে আর কিঞ্চিমাত্র ও সন্দেহ নাই। যাহার থাকে তিনি নিচের চরণ গুলি ড়িয়া দেখুন! এ গুলি ত কাশীদাস প্রাচীন মহাভারত ইতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে ত আর সন্দেহ াই? তবে তখন সম্বাদ পত্র হাতে লেখা হইত, কি ন্ত্রে মুদ্রিত হইত তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। দিবস কাশীতে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে দ্রা যন্ত্রের ন্যায় একটা যন্ত্র পাওয়া যয় তাহাতে নেকে অনুমান করেন যে প্রকৃতই মুদ্রা যন্ত্র ও রা কালে আমাদের দেশে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। ক্ষনে যখন মহাভারতে সম্বাদ পত্রের নামোল্লেখ খিতেছি তখন ঐ কথা আরো সপ্রমাণ করিতেছে। উদ্ধৃত পদটী এইঃ—

ভীষ্ম বলেন আরো শুন কুন্তিব নন্দন।
ম্বাদ পত্র পালিবেহে করিয় যতন ॥
যথ নে উহার আদর সেই থানে জয়।
যদেশে সিডিশন লা সেই দেশে ক্ষয় ॥

আবার "সিডশন লা" এই ইংরাজি শব্দ টা দেখিতেছি! ইহা যে কি গতিকে আইল আমরা জানি না। পরে ভীষ্ম বলিতেছেনঃ—

সুসারমস্ত লোকে সম্বাদ পত্র নাহি লয়।
চিরাৎ গমন তিনি করেন যমালয় ॥
সম্বাদ পত্র লয়ে মূল্য নাহি তার দিলে।
হু কষ্ট লিখেছেন তাহার কপালে ॥
ম্বাদ পত্র লয়ে যদি মূল্য নাহি দেয়।
পুত্র বধূ সঙ্গে তার বড় প্রীতি হয় ॥
সম্বাদ পত্রের মূল্য দিতে বিলম্ব করিলে।
দন্ত তার পড়ে যায় সমুদায় অকালে ॥
ল্য সব নাহি দিয়া পত্র রাহত করে।
শাস্ত্রে লেখে নিশ্চয় শাশুড়ীর হাত ধরে ॥
মহা ভারতের কথা অমৃত লহরী।
এক চিত্তে শুনিলে তরয়ে ভব বারী ॥
অপুত্রকের ধন হয়, বিবাহ বন্ধ্যার।
রোগীর সন্মান প্রাপ্ত হয় বারে বার ॥
দরিদ্রের পুত্র ধার্ম্মিকের পাপ ক্ষয়।
এসব শাস্ত্রের কথা জানিহ নিশ্চয় ॥
অমৃত বাজার হয় অমৃত সমান।
কাশী রাম দাস কহে শুনে পুন্য বান ॥

মহাশয়।

অত্র মুনসেফী আদালতে আশ্চর্য্য রকমের একটী মোকদ্দমা চলিতেছে। তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্প্রতি এক জন ভদ্র লোকের বাসায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেওয়াল কাটিয়া সরকারী নর্দমা পুরণ করাতে তিনি ক্ষতি পূরণ জন্য নালিস উত্থাপন করেন ও আর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্যন্ত কাত না করা হয় তজ্জন্য নিষেধ আজ্ঞা প্রচার জন্য আবেদন করেন। মুনসেফ বাবু ও তাহার আবেদন অনুসারে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু জএন্ট সাহেব সেই নিষেধ আজ্ঞার নিতান্ত অবমাননা করিয়া তাহা প্রচারের পর ও দেওয়াল কাটিতে আদেশ করেন। মুনসেফ বাবু তাহার আদেশ অন্যথা না করায় তিনি জএন্ট সাহেবকে সমন দ্বারা হাজির আসিয়া আদালতের আজ্ঞা অন্যথা করার হেতু জানাইতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু জএন্ট সাহেব সে সমনের প্রতি দৃকপাত করেন না। তদনন্তর মুনসেফ বাবু আইনের বাধ অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ওয়ারেন্ট বাহির করেন কিন্তু জএন্ট সাহেব শ্বেতকায় তিনি কি কখন আইনকে ভয় করেন? তিনি ওয়ারেন্টর অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এবং এই মোকদ্দমার লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি দন্ত কটমটী করিতেছেন কাহার প্রতি কখন কি রূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন বলিতে পারি না।

যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার দুর্দ্দশা শুনিলে সকলেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ও জএন্ট তাহার বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনেন ও নালিস করার বিশেষ তাম্বি করেন ও এক ঘটার মধ্যে বিবাদীয় দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহার বাসার সম্মুখস্থ সরকারী নর্দামা পূরণ করিতে আদেশ করেন ঐ আদেশ সকল করা হইলে পর মাজিষ্ট্রেট আবার তিন দিবসের মধ্যে ঐ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য এক লিখিত আদেশ পাঠাইয়াছেন বোধ হয় আইনের বিরুদ্ধ কাজ পাছে আপীলে না টিকে সেই ভয়ে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় আদেশ পাঠান।

কস্য চিৎ দিনাজপুর বাসিন।

মহাশয়।

অত্রস্থ নোয়াখালী জিলার অধীন একটি পুলিশ ইনস্পেক্টরের অত্যাচারের কার্য্য দেখিয়া কে না বিস্ময় হইবেন? তদ্বিস্তারিত নিম্নে লিখিত হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইংরাজী রায়ের তরজামা, অর্থাৎ অনুবাদ যথা॥

মুসগাজি বাদী রাম কুমার দাস ইনস্পেক্টর বিবাদী

বাদী বলে যে ২৫, পৌষ রবিবার ইনস্পেকটর বিবাদী তাহার বাড়ী হইয়া যাইতেছিল এমত সময়ে বাদী দুগ্ধের দাম বাবত ২০ টাকা পাইবে তাহা ইনস্পেকটরের নিকট হইতে চাহিয়াছিল॥ ইনস্পেকটর বলিল যে অপেক্ষা কর, দেখাইতেছি। কিছু কাল পরে ২ জন কনষ্টেবল ও এক জন চৌকীদার তাহাকে থানায় লইয়া গেল। তাহার স্ত্রী ও সন্তান গণ তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল॥ থানায় লইয়া গিয়া বাদীকে এক বেতের বাড়ী ও নুরবকস ও আব্বাছ মিঞা কনষ্টেবল গণ কর্ত্তার দ্বারা এমত আঘাত করে তাহাতে তাহার পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় ও তাহার স্ত্রীকে কানাই সিংহ কনষ্টেবল মাইর পীট যথোচিত করিয়াছিল। পরিশেষে বাজারিয়া গণকে ডাকাইয়া নিয়া তাহাদের সম্মুখে তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয়।

ইনস্পেকটর বলে বাদী তাহার আপন ইচ্ছা মতে আসিয়া নুরবকস কনষ্টেবলকে ১০ টাকা ঘুষ দিয়াছিল তাহা ফেরত পাইবার নিমিত্ত চাহিবায় ইনস্পেকটর তদ্বিষয় খোঁজ হত্ত খোঁজ করিতে অস্বীকার করায় বাদী আপন হইতে বারিন্দার খাম্বের সহিত চুশ মারিয়া নরদমা মধ্যে পাছাড় খাইয়া এ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে।

এত প্রকার গুরুতর মোকদ্দমায় যে প্রকার প্রমাদ হওয়া আবশ্যক তাহ হয় নাই॥ এই মোকদ্দমাতে বিশ্বাস যোগ্য এবং উত্তম প্রকার প্রমাণ কেবল মাত্র সিবিল নৈতিকেল আফিসরের জোবানবন্দী বটে, এবং তাহা বাদীর এজেহার মত ঐক্য হইতেছে, বাদী গণের কথা মত ঐক্য হয় নাই। বাদীর বকা ও সওয়াল দ্বারা পোষকতা হইয়াছে। অন্য কোন ব্যক্তি তাহার পোষকতা করে না কেবল মাত্র আমির আলী তাহার পোষকতায় অতিরিক্ত বলিয়াছে তথায় তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা গেল।

বাজারিয়া সকল ব্যক্তিদের সাক্ষ্যতা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারা সকলেই বলে যে তাহারা কিছুই জানে না কিন্তু তাহাতে তাহাদের সাক্ষ্য বাক্য বিবাদীর অনুকূলের বোধ হয়। ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টরের জোবানবন্দীতে এ পক্ষ নিশ্চয় বিবেচনা করিয়াছেন তাহারা জানিয়া শুনিয়াই সত্য কথা গোপন করে। যদি এই মোকদ্দমা মিথ্যা হইত তাহা হইলে ঐ জখম কি প্রকারে হইয়াছে তদ্বিষয় অনায়াসে সাক্ষ্য দিতে অনেক লোক পারিত কিন্তু এই সমস্ত সাক্ষী গণ কারিয়া কিছু বয়ান করিতে পারে না॥ তাহার কোন সাক্ষী দিবার বাহানা করিয়া বলে যে রাত্রি অন্ধকার ছিল আমরা মাথার কিছুই দেখি নাই॥ এই প্রকার সাক্ষীরা সাক্ষ্য বাক্য প্রকৃত পক্ষেই গোপন করা ভিন্ন অন্য কিছু অনুভুত হয় না॥

এপক্ষ স্বীকার করেন যে বাদী বদ মাইষ বটে, তাহা বলিয়াই যে তাহার স্ত্রীর ও পুত্রের সাক্ষ্যতা কোন কার্য্যকারকের নহে, এই মোকদ্দমাতে উক্তরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক না॥ এই মোকদ্দমার অবস্থা এ পক্ষের অভিপ্রায় মত ডাক্তারের যাচকতার সহিত বিশেষ মতে ঐক্য হইয়াছে॥

উপরোক্ত হেতুবাদে বাদী এই মোকদ্দমার আপনা হইতে উত্থাপন করার সন্দেহ হওয়ার এবং যে প্রকার গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বিবাদী গণকে শাস্তি দেওয়ার বিষয় একাকি বিচার না করিয়া শেশন আদালতে অর্পণ করা গেল তথাতে অনেক ব্যক্তি আছে তদ্বারায় এই মোকদ্দমায় সত্যাসত্যর বিষয় অনুসন্ধান হইবেক॥

কানাই সিংহ আব্বেদ, নুরবকস কনষ্টেবল গণ ৩২৫ ধারা কানাই সিংহ ৩২৩ ধারা॥ রাম কুমার দাস ১০৯॥ ৩২৫ ধারা মত"

"মুসগাজি মজলুমের হাড় ভাঙ্গিয়াছে অর্থাৎ দক্ষীণ পার্শ্বের হাড্ডি ভাঙ্গিয়াছে এবং ইহাতে রক্ত পাত হইয়াছে॥ ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ধনি শুকেতে হানি করিয়াছে॥ সে হাশপাটালে চিকিৎসার্থ আছে এবং ক্রমে ভাল হইয়াছে॥ এই কি না অর্থেই নালিশ করিয়া কথা অনুসারে অর্থাৎ সাটীতে ফলিয়া কিল কনী হত্যাদিতে ঘটিয়াছে এবং ইহা একটা ভয়ানক মাইর পীট বটে।"

বিজ্ঞাপন।

বেদব্যাস প্রণীত। পাইক বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তদনুসারে শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা, তদনুসারে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল ৬ আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহ্য হইবে। ইতি

বহরাম পুর সত্যরত্ন যন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

কর্ম্ম খালী।

বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ৩৮ ও ২০ টাকা। যাহারা এ, ও এন্ট্রান্স পাস করিয়াছেন তাহাদের আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরনীয়। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বনগ্রাম শ্রীতারক নাথ মিত্র

"ভারত বর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা,,

সাধারণ হিন্দু বর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হিন্দু জাতির এক পুরুষের বহু বিবাহ ও পোন লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথাদ্বয় নিবারণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তাহার বিশেষ সমালোচনা হইতেছে। অবিলম্বে সকলের লিখিত অভিপ্রায় সভাধ্যক্ষগণ একান্ত প্রার্থনা করেন; ঔদাস্য পরিত্যাগে সকলে স্বীয় মত আমার নিকট লিখিয়া পাঠালে সম্পাদক বাধিত হইবেন, ইতি

পাতরিয়া ঘাটা ধর্ম্মরক্ষিণীসভারকার্য্যালয় তাং২১ এ মাঘ। ১৯১৭ } শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BEING ACT XXV OF 1861 AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circular the High Court, Government Orders, explanatory notes andreferences &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by remittance to Babu Peary Churn Sircar.

No. 77, Mootaram Babu's treet.

Bunko Bihari Mitra,

No. 82, Sitaram Ghose's Street.

Manager Sanscrit Press Depositary

No. 24 Sukea's Street.

CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও অনেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসায় নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
সাবারক কাটি

ভূগোল বিদ্যাসার।

মৎ প্রণীত "ভূগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবির স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ জী এবং পুরাতন পৃথিবীর জনপদেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মূল্য ৫/০ আনা মাত্র।

ভবানীপুর অন্তঃ বাবুর বাজার সুলতান মিস্ত্রীর বারিক ১৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অব্যর্থ ভৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণী রোগের ঔষধ ১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর। বেজপাড়া

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য। জুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নাবিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি সুরাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ সগ ৫টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ক্ষতি নিবারণে সুবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। ইহাতে রেজেষ্টর

আফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ সালের ধৃবণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীল ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মানবেদিগের অঙ্গে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্তবাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দিন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

বারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা ডাক মাশুল ১ টাকা		
ষাম্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	১	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ১ টাকা		
ষাম্মাসিক	৪॥০	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।